ত্রয়োদশ অধ্যায় ঃ

সার্টিফিকেট দায়ের ও মোকদ্দমা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি প্রশাসন বোর্ড
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং-এস, এ-১৭/৮৪/৯৭-বি, এল, এ, তারিখ ঃ ০১-০৮-৮৫ ইং।

প্রাপক ঃ জেলা প্রশাসক ....
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) .... ।

বিষয় ঃ ভূমি উন্নয়ন কর অনাদায়ে সার্টিফিকেট দায়ের, জমি নিলাম বিক্রি ও রেকর্ড হালকরণ বিষয়ে নির্দেশাবলী।

জমিদারী উচ্ছেদের পর সরকারী রাজস্ব/ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট প্রথা এবং নীলামে জমি বিক্রয়ের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায় যে, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পর বকেয়া কর আদায়ের ব্যাপারে বহুবিধ কারণে ইং ১৯১৩ সনের "দি বেংগল পাবলিক ডিম্যান্ডস রিকভারী এ্যাক্ট" এর কার্যকারিতা পূর্বের তুলানায় বহুলাংশে হ্রাস পায়। ইহার ফলে বকেয়া কর ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সার্টিফিকেট কেসের সংখ্যা মাত্রাতিরিক্তভাবে বাড়িয়া যায়।

২। অবশ্য দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভূমি রাজস্ব মওকুফের কারণে অনেক সার্টিফিকেট কেস বাতিল হওয়ায় কেসের সংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বকেয়া কর আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট দায়ের করিবার ক্ষেত্রে গাফিলতি দেখা দেওয়ায় অনেক কর বকেয়া হিসাবে অনাদায়ী রহিয়াছে যাহার জন্য এখনও কোন সার্টিফিকেট কেস দায়ের করা হয় নাই। এমনকি বহু জমির জন্য সার্টিফিকেট দায়ের করিবার সময়সীমা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে অথচ তাহার জন্য কোন সার্টিফিকেট কেস দায়ের করা হয় নাই, এবং যে সকল সার্টিফিকেট কেস দায়েরকৃত অবস্থায় আছে তাহার নিষ্পত্তির জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। ফলে বহু কেস অনিষ্পত্তিকৃত অবস্থায় আছে এবং বহু কর অনাদায়ী পড়িয়া রহিয়াছে।

৩। দেয় ভূমি উন্নয়ন কর যথাসময়ে আদায়ের নিশ্চয়তা বিধানে সার্টিফিকেট প্রথার গুরুত্ব অত্যধিক এবং সার্টিফিকেট কেস দায়েরকরণ ও তাহার আশু নিষ্পত্তিকরণ ব্যতিরেকে কর আদায়ের ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা দিতে ও ভূমি রেকর্ড হালকরণের কাজ সফলকাম হইতে পারে না। ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করিবার নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে ঃ

(ক) অনতিবিলম্বে প্রত্যেক তহশিল মৌজা-ওয়ারী বকেয়া করের জন্য সার্টিফিকেট দায়ের করিয়া ৯নং রেজিষ্ট্রারভুক্তকরতঃ উপজেলা রাজস্ব অফিসে রক্ষিত ১০ নং রেজিষ্টারভুক্ত করিতে হইবে যাহাতে কোন বকেয়া করের জন্য সার্টিফিকেট বাদ পড়িয়া না যায়। উপজেলা রাজস্ব অফিসার ইহার নিশ্চয়তা বিধান করিয়া প্রতিবেদন জেলা কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবেন।

(খ) যে সকল সার্টিফিকেট দায়েরকৃত অবস্থায় আছে তাহার আশু নিষ্পত্তির ব্যাপারে উপজেলা রাজস্ব অফিসার দ্রুততম কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(গ) সার্টিফিকেট দায়েরকারী অর্থাৎ তহশিলদার যাহাতে জমির সঠিক ও পূর্ণ বিবরণ, জমির স্বত্বদখল, যথার্থ দায়ীকের নাম, ঠিকানা জমিতে দায়ীকের হিস্যা, ও বকেয়া করের বিবরণাদি সঠিকভাবে উল্লেখ করেন তাহার নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।

(ঘ) সার্টিফিকেট অফিসারগণ এই বিষয়ে অধিক তৎপর হইবেন এবং তহশিল অফিস ও তাহার নিজ অফিসের সংশ্লিষ্ট রেজিষ্টারগুলি যাহাতে পুরোপুরিভাবে সংরক্ষিত হয় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। নোটিশ জারীর ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা বিধানও নির্ধারিত তারিখে সার্টিফিকেট কেসের

উপর শুনানী গ্রহণ সার্টিফিকেট অফিসারের একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য।

(ঙ) সরকারী নির্দেশ সাপেক্ষে সার্টিফিকেট কেসের সংখ্যা অনুযায়ী সার্টিফিকেট সহকারী নিয়োগ করা এবং তাহাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(চ) সার্টিফিকেট নিলাম জারী হওয়ার পর সময়মত বয়নামা ও দখলনামা সার্টিফিকেট নিলাম খরিদকারীর নিকট প্রদান করা ও সময়মত দখল প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা কর্তব্য।

(ছ) সার্টিফিকেট কেস মোতাবেক রেকর্ড সংশোধনকরতঃ নামজারীর ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া বকেয়া ও হাল কর আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ উপজেলা রাজস্ব অফিস ও তহশিল অফিস পরিদর্শনকালে অবশ্যই এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন।

প্রতি মাসে কর আদায়ের বিবরণ প্রেরণের সংগে সার্টিফিকেট কেসের বিবরণ অত্র বোর্ডে প্রেরণ করিতে হইবে।

স্বা/-মোঃ আকবর হোসেন
চেয়ারম্যান।
ভূমি প্রশাসন বোর্ড।

স্মারক নং-এস, এ-১৭/৮৪/১(১৫২)/৮৭-বি, এল এ, তারিখ ঃ ০১-০৮৮৫ ইং।

অনুলিপি সদয় অবগতি/প্রয়োজনীয় কার্যক্রম ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল ঃ-

১। সচিব, ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়।
২। চেয়ারম্যান, ভূমি প্রশাসন বোর্ড।
৩। মেম্বর, ১/২, ভূমি প্রশাসন বোর্ড।
৪। বিভাগীয় কমিশনার .... ।
৫। সচিব, ভূমি প্রশাসন বোর্ড।
৬। শাখা প্রধান ...., ভূমি প্রশাসন বোর্ড।

স্বা/-মোঃ আবুল বাশার খান
১-৮-৮৫
সহকারী সচিব,
ভূমি প্রশাসন বোর্ড।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
(শাখা-৯)

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯-৫/৮৭/৮৪৮(১৫০) মামলা, তারিখ ঃ ১৬/৮/৯০ ইং
৩০/৪/৯৭ বাং

প্রাপক ঃ জেলা প্রশাসক .... ।
২) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), মানিকগঞ্জ।
৩) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল, এ).................. ।

বিষয় ঃ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের আপীলেট বিভাগ এ যথাক্রমে রীট মামলা, আপীল মামলা এবং সিভিল রিভিশন মামলায় (সরকার পক্ষভুক্ত মামলার ক্ষেত্রে) সরকার পক্ষে আরজির অনুচ্ছেদ ভিত্তিক জবাবের অনুপস্থিতিতে সরকারের বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রী হওয়ায় সরকারী স্বার্থ বিঘ্নিত প্রসংগে।

নিম্নস্বাক্ষরকারী আদিষ্ট হইয়া জানাইতেছে যে বাংলাদেশ সরকার পক্ষে ভূমি সচিব এবং অন্যান্যদেরকে পক্ষভুক্ত করিয়া বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আপীল বিভাগে যথাক্রমে রীট, আপীল এবং সিভিল রিভিশন মামলা দায়ের হইয়াছে এবং নতুন নতুন মামলা দায়ের হইতেছে।

২। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কেসসমূহের প্রাপ্ত আরজির অনুচ্ছেদভিত্তিক জবাব, আরজির কপি এবং মামলার নোটিশ জেলা প্রশাসক হইতে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সলিসিটর উইং-এ না পৌছার কারণে বহুক্ষেত্রে মহামান্য আদালত কর্তৃক সরকারের স্বার্থের বিরুদ্ধে একতরফা রায় হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বহুলাংশে সরকরী স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছে। মন্ত্রণালয় থেকে অনুচ্ছেদভিত্তিক জবাবের জন্য পুনঃ পুনঃ তাগিদ দেওয়া সত্বেও দফাভিত্তিক জবাব সময়মত পাওয়া যায় না।

৩। এমতাবস্থায় সকল জেলা প্রশাসকগণকে এই মর্মে অনুরোধ করা যাইতেছে যে তাহারা যেন মামলার আরজি প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে অনুচ্ছেদভিত্তিক জবাব, আরজির কপি এবং মামলার নোটিশ সরাসরি সলিসিটর উইং এ প্রেরণ করিয়া শুধু জবাবের অনুলিপি মন্ত্রণালয়ে অবগতির জন্য প্রেরণ করেন। ইহার যাহাতে কোন ব্যতিক্রম না ঘটে সেই বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবার জন্যও অনুরোধ করা হইল।

স্বা/-
(এ, এস, এম, আব্দুল হালীম)
উপ-সচিব (প্রশাসন)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং-২

নং০ভূঃমঃশা-(বিবিধ)-১৫/৯০/৪৮০ তারিখ ঃ ০২/৯/৯০ ইং
১৭/৫/৯৭ বাং

বিষয় ঃ ১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধির আওতায় আপীল কেস শুনানী ও নিষ্পত্তির জন্য সেটেলমেন্ট অফিসারকে প্রদত্ত ক্ষমতার ব্যাখ্যা প্রসংগে।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৭/২/৮৯ তারিখের ভূঃমঃ২-৯৩/৮৮/৫৩ নম্বর প্রজ্ঞাপনে সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে উপজেলা রাজস্ব অফিসার ও সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার নিয়োগ করে ১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধির ৩১ ধারায় আপীল কেস শুনানী ও নিষ্পত্তির ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। প্রশ্ন উঠেছে যে, এ আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব আইনের ৪০-৪১ ধারায় সেটেলমেন্ট অফিসারকে প্রদত্ত ক্ষমতা রহিত করা হয়েছে কিনা। বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৭/২/৮৯ তারিখের প্রজ্ঞাপনে প্রদত্ত আদেশে সেটেলমেন্ট অফিসারদের বিধিগত ক্ষমতার রদ কিংবা পরিবর্তন করা হয় নি। সেটেলমেন্ট অফিসার ১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব আইনের ৪০-৪১ ধারায় অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন। তাঁরা উক্ত আইনের ৪০ ধারা অনুযায়ী আপীল কেস নিষ্পত্তির জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর নিকট হস্তান্তর করতে পারবেন এবং প্রয়োজন হলে ৪১ ধারা অনুযায়ী সহকারী কমিশনারের নিকট হতে আপীল কেস স্থানান্তরিত করে রাজস্ব ক্ষমতাপ্রাপ্ত চার্জ অফিসারের নিকট অর্পণ করতে পারবেন।

২। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৭/২/৮৯ তারিখের প্রজ্ঞাপনের ধারাবাহিকতায় জানানো যাচ্ছে যে, যে সকল উপজেলায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর পদটি কর্মকর্তা নিয়োগ না করার কারণে শূন্য রয়েছে অথবা সহকারী কমিশনার দীর্ঘ ছুটিতে বা প্রশিক্ষণে থাকার কারণে সাময়িকভাবে পদ শূন্য রয়েছে, সে সকল উপজেলায় কর্মরত সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারকে ১৯৫৫ সনের প্রজাস্বত্ব বিধির ৩১ ধারা অনুযায়ী আপীল কেস শুনানী ও নিষ্পত্তির জন্য সেটেলমেন্ট অফিসার কেস হস্তান্তর করতে পারবেন।

৩। যে সকল উপজেলায় আপীল কেসের সংখ্যা অধিক সে সকল উপজেলায় আপীল কেস ভূমি রেকর্ড ও জরিপের স্বার্থে দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য অথবা প্রয়োজন হলে প্রজাস্বত্ব বিধির ৪০ ধারা অনুযায়ী ক্ষমতাবলে সেটেলমেন্ট অফিসার, চার্জ অফিসার বা উক্ত উপজেলায় কর্মরত/নিয়োজিত যে কোন সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসাকে উক্ত বিধির ৩১ ধারা অনুযায়ী আপীল কেস শুনানী ও নিষ্পত্তির জন্য হস্তান্তর করতে পারবেন।

৪। ১৯৫৫ সনের ই, বি, টি রুলের ৪০ ধারা অনুযায়ী সেটেলমেন্ট অফিসার জেনারেল বা স্পেশাল অর্ডারের মাধ্যমে আপীল কেস নিষ্পত্তির জন্য হস্তান্তর করতে পারবেন।

স্বা/-
(এ, জেড, এম, নাছিরুদ্দিন)
সচিব।

নং-ভূঃমঃশা-২(বিবিধ)-১৫/৯০/৪৮০/১(১৫০)

তারিখ ঃ ০২/৯/৯০ইং
১৭/৫/৯৭বাং

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইলঃ-

১। চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
২। মহা-পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, ভূমি আপীল বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৪। বিভাগীয় কমিশনার .... ।
৫। জেলা প্রশাসক ....।
৬। জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার .... জেলা।
৭। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) .... ।
৮। সহকারী কমিশনার (ভূমি), ... জেলা .... ।
৯। নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

স্বা/-
(মোঃ মাকছুদ আহমেদ)
সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সলিসিটর উইং
১৪ নং আব্দুল গনি রোড, ঢাকা।

স্মারক নং-৮(২)/৯৩-১৩২৫ তারিখ ঃ ২৩/৫/৯৩ ইং।

প্রচার পত্র

বিষয় ঃ নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল/রিভিশন এর প্রস্তাব প্রেরণ প্রসংগে।

ইদানিং লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর হইতে নিম্ন আদালতের দেওয়ানী/ফৌজদারী মামলাসমূহের রায় ও ডিক্রী/আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপীল/রিভিশন ইত্যাদি দায়ের করিবার প্রস্তাব বিধিসম্মত সময়ের মধ্যে প্রেরণ না করায় অনেক ক্ষেত্রে মামলা তামাদি দোষে বারিত হওয়ার কারণে আপীল/রিভিশন দায়ের করা সম্ভবপর হয় না। ফলে সরকারের অপূরণীয় ক্ষতি হয়।

২। উল্লেখ্য যে, উচ্চ আদালতে আপীল/রিভিশন দায়ের করার জন্য নিম্নে বর্ণিত কাগজ-পত্রের একান্তভাবে আবশ্যক ঃ-

(ক) দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রেঃ-	নিম্ন সকল আদালতের রায় ও ডিক্রী সাক্ষীর জবানবন্দী জাবেদাসহ নকল এবং জি, পি এর মতামত।
(খ) ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রেঃ-	নিম্ন সকল আদালতের রায় ও আদেশ এজাহার ১৬৪ ধারার জবানবন্দী, চার্জশীট ও সাক্ষীর জবানবন্দী ইত্যাদির জাবেদা নকল এবং পি, পি এর মতামত।
(গ) প্রশাসনিক(ট্রাইব্যুনাল)/প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল মামলার ক্ষেত্রেঃ-	আরজির কপি দফওয়ারী জবাব, ওকালতনামা এবং প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালের রায় ও আদেশের জাবেদা নকল।

৩। বর্ণিত অবস্থায় এই মর্মে সকল জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগণকে দেওয়ানী, ফৌজদারী, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত আদালতের রায় ও ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল/রিভিশন দায়ের করিবার শেষ সময়-সীমার ৩০ দিন পূর্বে আপীল/রিভিশন ইত্যাদি দায়েরের প্রস্তাব উপরোক্ত ২ অনুচ্ছেদ উল্লেখিত প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রসহ অত্র উইংয়ে অবশ্যই পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে, অন্যথায় মামলার ত্রুটি বা সরকারী স্বার্থ রক্ষা ক্ষুন্ন হওয়ার কারণ ঘটলে দায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করানো হইবে।

স্বাক্ষর/-
(মোঃ ফজলুল করিম)
উপ-সলিসিটর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং-৯।

স্মারক নং-ভূঃমঃশা-৯-১৯/৯৩/৬২০(৬৫)-বিবিধ, তারিখ ঃ ১৮৬/১৪০১ বাং
৩/১০/১৯৯৪ ইং

প্রাপক ঃ জেলা প্রশাসক,
.... (সকল)।

বিষয় ঃ মহামান্য হাইকোর্ট ও সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে মামলা নিষ্পত্তি প্রসংগে।

সরকারী সম্পত্তি সম্পর্কে মহামান্য হাইকোর্ট ও সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে নিষ্পত্তিকৃত আপনার জেলার মামলাসমূহের বিবরণ সংযুক্ত 'ছক' অনুযায়ী জরুরী ভিত্তিতে আগামী ১৫/১০/৯৪ তারিখের মধ্যে অত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এর জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হ'ল। তাছাড়া বিচারাধীন মামলাগুলোর বিবরণও আলাদাভাবে প্রদান করতে হবে।

২। বিষয়টি অতীব জরুরী।

স্বা/-(মুহাম্মদ আব্দুল আলীম খান)
উপ -সচিব (আইন)।

নং-ভূঃমঃ/শা-৯-১৯/৯৩/৬২০/১(৬৫)(৬)-বিবিধ, তারিখ ঃ ১৮/৬/১৪০১ বাং
৩/১০/১৯৯৪ ইং।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হইল ঃ-
১। কমিশনার, ... বিভাগ।

স্বা/-(মুহাম্মদ আব্দুল আলীম খান)
উপ-সচিব (আইন)।

"ছক"

মহামান্য হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের আপীল
বিভাগে মামলা নিষ্পত্তি প্রসংগে।

সন	নিম্ন আদালতের মামলা নং	নিম্ন আদালতের রায় সরকারের পক্ষে/বিপক্ষে	মহামান্য হাইকোর্টের মামলার নম্বর	মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগের মামলার নম্বর	রায় সরকারের পক্ষে/ সরকারের বিপক্ষে	মন্তব্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং-৯

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯-১৮/৯৪-৫৬৪-বিবিধ, তারিখ ঃ ৮/৭/১৯৯৫ ইং।
২৪/৩/১৪০২ বাং।

প্রাপক ঃ জেলা প্রশাসক, ... (সকল)।

বিষয় ঃ দেওয়ানী মামলায় সরকারী/ভি,পি, কৌসুলীগণের কার্যদক্ষতা সম্বন্ধে।

দেওয়ানী আদালত কর্তৃক নিষ্পন্ন সিভিল স্যুট/অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলায় সরকারের বিরুদ্ধে রায় হইলে জি,পি/ভি,পি, কৌসুলীগণের মতামতের ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়া থাকে। অনেক সময় এই জাতীয় আইনগত মতামত সরকারী স্বার্থ বিরোধী হইয়া থাকে।

এইরূপ ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ অনুসরণ করিবার জন্য জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশিত হইয়া অনুরোধ করা হইল।

(ক) দেওয়ানী আদালত সরকারের বিপক্ষে রায়ের প্রেক্ষিতে জি, পি/ভি,পি, কৌসুলীগণের মাতমত যাহাই হউক না কেন সরকারের বিপক্ষে রায় ঘোষিত হইলে উচ্চ আদালতে আপীল করিবার পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে।

(খ) জি, পি,গণের কাজের সততা ও দক্ষতা সম্বন্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে জেলা প্রশাসকগণ জি, পি পরিবর্তনের জন্য অত্র মন্ত্রণালয়কে অবহিত রাখিয়া আইন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করিবেন।

(গ) ভি, পি কৌসুলীদের কাজের সততা ও দক্ষতা সম্বন্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে উক্ত কৌসুলীকে পরিবর্তনের বিষয়ে জেলা প্রশাসকগণ, বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করিবেন।

স্বা/-(মুঃ আবদুস সালাম)
উপ-সচিব (আইন)
ভূমি মন্ত্রণালয়।

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯-১৮/৯৪-৫৬৪/১(৬৫)(৫)-বিবিধ, তারিখ ঃ ৮/৭/১৯৯৫ ইং।
২৪/৩/১৪০২ বাং।

অনুলিপি
১। বিভাগীয় কমিশনার, ... (সকল)।

স্বা/-(মোঃ মাহাবুব হোসেন খান)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

তারিখ ঃ ৮/৭/১৯৯৫ ইং।
২৪/৩/১৪০২ বাং।

...তা সম্বন্ধে।

...ক্রান্ত মামলায় সরকারের বিরুদ্ধে
...কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়া থাকে।
...হইয়া থাকে।
...ন্য জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশিত

...তে জি, পি/ভি,পি, কৌসুলীগণের
...াষিত হইলে উচ্চ আদালতে আপীল

...অভিযোগ থাকিলে জেলা প্রশাসকগণ
...খিয়া আইন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ

...ম্বন্ধে কোন অভিযোগ থাকিলে উক্ত
...বিভাগীয় কমিশনারের মাধ্যমে ভূমি

স্বা/-(মুঃ আবদুস সালাম)
উপ-সচিব (আইন)
ভূমি মন্ত্রণালয়।

তারিখ ঃ ৮/৭/১৯৯৫ ইং।
২৪/৩/১৪০২ বাং।

স্বা/-(মোঃ মাহাবুব হোসেন খান)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি সংস্কার বোর্ড
১৪১-১৪৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

স্মারক নং-ভূসবো/৫-কোর্ট-কেস-২/৯৫/২৩২(৬১) তারিখ ঃ ৯/১০/৯৫ ইং
২৪/৬/১৪০২ বাং।

প্রেরক ঃ চেয়ারম্যান,
ভূমি সংস্কার বোর্ড।

প্রাপক ঃ জেলা প্রশাসক ....।

বিষয় ঃ সরকারী ভূমি সংক্রান্ত মামলার বিবরণী দাখিল প্রসংগে।

ভূমি সংস্কার বোর্ডের ৫/৯৫ নং সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভূমি সংক্রান্ত মামলার বিবরণী দাখিলের জন্য স্মারক নং ভুসবো/৫-কোর্ট কেস-১/৯৩১৯৮(৬৪) তাং ২৮-১০-৯৩ ইং/১৩/৭/১৪০০ বাং মূলে জারীকৃত বিদ্যমান 'ছক' বাতিলপূর্বক অক্টোবর '৯৫ হতে নিম্নবর্ণিত ছকে মাসিক বিবরণী পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ডে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হ'ল ঃ

সরকারী সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলার মাসিক বিবরণী

জেলার নাম ঃ ১ম অংশ ঃ মূল মামলা মাসের নাম ঃ

	পূর্ববর্তী মাস হতে মামলার সংখ্যা		চলতি মাসে রুজুকৃত মামলার সংখ্যা		মোট মামলার সংখ্যা	চলতিমাসে নিস্পন্নকৃত মামলার সংখ্যা		বিচারাধীন/অনিস্পন্ন মামলার সংখ্যা			মূলতবীর সংখ্যা		
	কৃষি	অকৃষি	সরকারের পক্ষে	সরকারের বিপক্ষে		সরকারের পক্ষে	সরকারের বিপক্ষে	৬ মাস পর্যন্ত	৬ মাসোর্ধ হতে ১২ মাস	১২ মাসের উর্ধ্বে	সরকারের পক্ষে আবেদন	বিপক্ষে আবেদন	অন্যান্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
খাস													
অর্পিত													
পরিত্যক্ত/অন্যান্য													

২য় অংশঃ আপীল মামলা

খাস													
অর্পিত													
পরিত্যক্ত/অন্যান্য													

মামুন-উর-রশিদ
চেয়ারম্যান।

স্মারক নং-ভুসবো/৫-কোর্ট-কেস-১/৯৫/২৩২(৬১) তারিখ ঃ ৯/১০/৯৫ ইং
২৪/৬/১৪০২ বাং।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হ'ল ঃ-

১। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। বিভাগীয় কমিশনার, ... ।
৩। উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার .... ।
৪। ভূমি প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়।

স্বা/-(এ.কে. এম. সাইফুল ইসলাম)
সহকারী ভূমি সংস্কার কমিশনার।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সলিসিটর উইং
১৪ নং আবদুল গনি রোড, ঢাকা।

নম্বর ঃ- থল-.........-৮(৯)/১৯৯৭- ৩০৮০ তারিখ ঃ ৯/১০/৯৭ইং

"প্রচার পত্র"

বিষয় ঃ নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপীল/রিভিশন দায়েরের প্রস্তাব প্রেরণ প্রসংগে।

ইদানিং লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর এবং জেলা প্রশাসকের কার্য্যালয় হইতে নিম্ন আদালতের দেওয়ানী/ফৌজদারী মামলাসমূহের রায়, ডিক্রী/আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপীল/ রিভিশন, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল এবং রীট মামলার রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্ট, আপীল বিভাগে আপীল দায়ের করিবার প্রস্তাব নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সলিসিটির উইংয়ে প্রেরণ করা হয় না। এই কারণে অনেক ক্ষেত্রে মামলা তামাদি দোষে বারিত হওয়ার দরুণ আপীল/রিভিশন দায়ের করা সম্ভবপর হয় না। ফলে সরকারের স্বার্থ বিঘ্নিত হয় এবং সরকারকে বিব্রতকর অবস্থাসহ অপুরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হইতে হয়।

২। উল্লেখ্য যে, উচ্চতর আদালতে আপীল/রিভিশন দায়ের করিবার জন্য নিম্নে বর্ণিত কাগজ-পত্রের একান্তভাবে আবশ্যক ঃ-

(ক) দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে ঃ- নিম্ন আদালতের সকল রায় ও ডিক্রী, সাক্ষীর জবানবন্দীর জাবেদা নকলের মূল কপি এবং জি, পি এর মতামত।

(খ) ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে ঃ- নিম্ন আদালতের সকল রায় ও আদেশ, এজাহার, ১৬৪ ধারার জবানবন্দী, চার্জশীট ও সাক্ষীর জবানবন্দী ইত্যাদির জাবেদা নকলের মূল কপি এবং পি, পি র মতামত।

(গ) রীট মামলার ক্ষেত্রে ঃ- আরজির কপি, রুল নিশির কপি, ওকালতনামা এবং দফাওয়ারী জবাব।

(ঘ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল/প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল মামলার ক্ষেত্রে ঃ- আরজির কপি, দফাওয়ারী জবাব, ওকালতনামা প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল মামলার ক্ষেত্রে এবং প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করিবার জন্য প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল মামলার রায় ও আদেশের জাবেদা নকল।

৩। এমতাবস্থায়, সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর এবং সকল জেলা প্রশাসকগণকে দেওয়ানী, ফৌজদারী, রীট, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল মামলা সংক্রান্ত

আদালতের রায় ও ডিক্রীর বিরুদ্ধে আপীল/রিভিশন দায়ের করিবার জন্য মামলার ৩০ দিন পুর্বে আপীল/রিভিশন ইত্যাদি দায়েরের প্রস্তাব উপরোক্ত ২ অনুচ্ছেদে উল্লেখিত প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রসহ অত্র উইংয়ে অবশ্যই প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

৪। যে সমস্ত মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল দায়েরের সময়সীমা ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ সে সমস্ত মামলার আপীলের প্রস্তাব শেষ সময়সীমার ১৫ (পনের) দিন পূর্বে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

৫। যথসময়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রেরণ না করিবার কারণে যদি সরকারী স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/জেলা প্রশাসন এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা উহার জন্য দায়ী হইবেন।

স্বা/-(মোঃ ফোরকান উল্লাহ)
উপ-সলিসিটর(১)।

বিতরণ ঃ-

১। সকল মন্ত্রণালয়, তাহাদের অধীনস্থ সকল অধিদপ্তরকে উপরোক্ত বিষয়ে অবহিত করিবার জন্য অনুরোধ করা হইল।

২। সকল বিভাগীয় কমিশনার।

৩। সকল জেলা প্রশাসক ....।

৪। সকল জেলা জি, পি, ...।

৫। সকল জেলার পি, পি ....।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা-৯

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯-(বিবিধ)/০৫/২০০২-২০১ তাং-১৮/৩/২০০২ ইং

বিষয় ঃ দেওয়ানী মামলায় সরকারী স্বার্থ সংরক্ষণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

সরকার লক্ষ্য করেছে যে, দেশের বিভিন্ন দেওয়ানী আদালতসমূহে বিচারাধীন মামলায় সরকারী স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গৃহীত হচ্ছে না। ফলে অধিকাংশ মামলার ফলাফল সরকারের বিপক্ষে চলে যায়। দেওয়ানী মামলায় সরকার পক্ষের জবাবে বা আপীল আবেদনে সরকারী স্বার্থের যথাযথ প্রতিফলন না হওয়া, মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাব, মামলার গৃহীতব্য কার্যক্রমসহ নিষ্পত্তির অগ্রগতি অনিয়মিত পরিবীক্ষণ এবং সরকার পক্ষে নিয়োজিত আইন কৌসুলীদের আন্তরিক প্রচেষ্টার অভাবই সরকারী স্বার্থ সংরক্ষিত না হওয়ার মূল কারণ বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। বিচারাদালতে সরকারী স্বার্থ যথাযথভাবে উপস্থাপনের লক্ষ্যে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। এ বিষয়ে একটি কর্মপন্থা চূড়ান্ত করার উদ্দেশ্যে সারাদেশের দেওয়ানী মামলা সংক্রান্ত হাল নাগদ তথ্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দু'টি ছক এতদসংগে সংযুক্ত করা হলো।

২। উপরে বর্ণিত অবস্থার আলোকে আগামী ১৫/৪/২০০২ তারিখের মধ্যে সংযোজিত ক' ছকে তথ্যাবলী অতি জরুরী ভিত্তিতে অত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা যাচ্ছে। অতঃপর 'খ' ছকে নিয়মিতভাবে কোয়ার্টার ভিত্তিতে অত্র মন্ত্রণালয় তথ্য প্রেরণ করতে হবে। ১লা জানুয়ারী থেকে ৩১ মার্চ প্রথম কোয়ার্টার। এ হিসেবে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ কোয়ার্টার হচ্ছে যথাক্রমে ৩০শে জুন, ৩০শে সেপ্টেম্বর ও ৩১শে ডিসেম্বর। প্রতি কোয়ার্টারের প্রতিবেদন পরবর্তী কোয়ার্টারের প্রথম পক্ষের মধ্যে অত্র মন্ত্রণালযে প্রেরণ করতে হবে।

স্বা/-(মোঃ নাসির উদ্দিন খান)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রাপক, জেলা প্রশাসক,
.... (সকল)

স্মারক নং-ভূঃমঃ/শা-৯-(বিবিধ)/০৫/২০০২-২০১/(৬৪)(৬) তাং-১৮/৩/২০০২ ইং

অনুলিপিঃ সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো।

১। কমিশনার ------------------ বিভাগ ---------------- (সকল)।

স্বা/-(মোঃ নাসির উদ্দিন খান)
সিনিয়র সহকারী সচিব।

‘ক’-ছক

সরকারী সম্পত্তি সংক্রান্ত দেওয়ানী মামলার বিবরণী।

১ম অংশ মূল মামলা

	পূর্ববর্তী বৎসর হইতে আগত মামলার সংখ্যা			বর্তমান বৎসরে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা			সর্বমোট মামলার সংখ্যা	মামলাধীন সম্পত্তির পরিমাণ	বর্তমান বৎসরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা				মন্তব্য
	সরকারের পক্ষে	সরকারের বিপক্ষে	মোট মামলার সংখ্যা	সরকার পক্ষে	সরকারের বিপক্ষে	মোট			সরকারের পক্ষে মামলার সংখ্যা	সম্পত্তির পরিমাণ	সরকারের বিপক্ষে মামলার সংখ্যা	সম্পত্তির পরিমাণ	২ বৎসর পর্যন্ত	৫ বৎসর পর্যন্ত	১০ বৎসর বা তদূর্ধ্বে	সর্বমোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
খাস																	
অর্পিত																	
পরিত্যক্ত																	
অন্যান্য																	
মোট																	

'খ'-ছক

সরকারী সম্পত্তি সংক্রান্ত দেওয়ানী মামলার বিবরণী।

১ম অংশ মূল মামলা

জেলার নামঃ .... কোয়ার্টার,

.... সন।

	পূর্ববর্তী কোয়ার্টার হইতে আগত মামলার সংখ্যা			বর্তমান কোয়ার্টারে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা			সর্বমোট মামলার সংখ্যা	মামলাধীন সম্পত্তির পরিমাণ	বর্তমান কোয়ার্টারে নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিস্পন্ন মামলার সংখ্যা				মন্তব্য
	সরকারের পক্ষে	সরকারের বিপক্ষে	মোট মামলার সংখ্যা	সরকার পক্ষে	সরকারের বিপক্ষে	মোট			সরকারের পক্ষে মামলার সংখ্যা	সম্পত্তির পরিমাণ	সরকারের বিপক্ষে মামলার সংখ্যা	সম্পত্তির পরিমাণ	২ বৎসর পর্যন্ত	৫ বৎসর পর্যন্ত	১০ বৎসর বা তদুর্ধ্বে	সর্বমোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
খাস																	
অর্পিত																	
পরিত্যক্ত																	
অন্যান্য																	
মোট																	

২য় অংশ, আপীল মামলা

	পূর্ববর্তী কোয়ার্টার হইতে আগত মামলার সংখ্যা			বর্তমান কোয়ার্টারে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা			সর্বমোট মামলার সংখ্যা	মামলাধীন সম্পত্তির পরিমাণ	বর্তমান কোয়ার্টারে নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিস্পন্ন মামলার সংখ্যা				মন্তব্য
	সরকারের পক্ষে	সরকারের বিপক্ষে	মোট মামলার সংখ্যা	সরকার পক্ষে	সরকারের বিপক্ষে	মোট			সরকারের পক্ষে মামলার সংখ্যা	সম্পত্তির পরিমাণ	সরকারের বিপক্ষে মামলার সংখ্যা	সম্পত্তির পরিমাণ	২ বৎসর পর্যন্ত	৫ বৎসর পর্যন্ত	১০ বৎসর বা তদুর্ধ্বে	সর্বমোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
খাস																	
অর্পিত																	
পরিত্যক্ত																	
অন্যান্য																	
মোট																	

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)

প্রতিস্বাক্ষরিত
জেলা প্রশাসক

২য় অংশ আপীল মামলা

	পূর্ববর্তী বৎসর হইতে আগত মামলার সংখ্যা			বর্তমান বৎসরে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা			সর্বমোট মামলার সংখ্যা	মামলাধীন সম্পত্তির পরিমাণ	বর্তমান বৎসরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা				মন্তব্য
	সরকারের পক্ষে	সরকারের বিপক্ষে	মোট মামলার সংখ্যা	সরকার পক্ষে	সরকারের বিপক্ষে	মোট			সরকারের পক্ষে মামলার সংখ্যা	সম্পত্তির পরিমাণ	সরকারের বিপক্ষে মামলার সংখ্যা	সম্পত্তির পরিমাণ	২ বৎসর পর্যন্ত	৫ বৎসর পর্যন্ত	১০ বৎসর বা তদুর্ধ্বে	সর্বমোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
খাস																	
অর্পিত																	
পরিত্যক্ত																	
অন্যান্য																	
মোট																	

১৯৮৪ সাল থেকে এ পর্যন্ত রুজুকৃত মামলার তথ্যাদিঃ

(১) দায়েরকৃত মামলার সংখ্যাঃ-

(ক) সরকারের পক্ষে .... জমির পরিমাণ .... একর।

(খ) সরকারের বিপক্ষে .... জমির পরিমাণ .... একর।

(২) নিষ্পত্তিকৃত মামলাার সংখ্যা ঃ-

(ক) সরকারের পক্ষে .... জমির পরিমাণ .... একর।

(খ) সরকারের বিপক্ষে .... জমির পরিমাণ .... একর।

(৩) আপীলকৃত মামলার সংখ্যাঃ-

(ক) সরকারের পক্ষে .... টি।

(খ) সরকারের বিপক্ষে .... টি।

(৪) নিষ্পত্তিকৃত আপীল মামলার সংখ্যাঃ-

(ক) সরকারের পক্ষে .... টি, জমির পরিমাণ .... একর।

(খ) সরকারের বিপক্ষে .... টি, জমির পরিমাণ .... একর।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)

প্রতিস্বাক্ষরিত
জেলা প্রশাসক